বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

পরিবেশগত বিশেষ অডিট রিপোর্ট

২০১৮-২০১৯

স্থানীয় সরকার বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর প্রণীত পরিবেশগত অডিট রিপোর্ট

অর্থ বছর ঃ ২০১৭-২০১৮

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা- ৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পরিবেশগত বিশেষ অডিট রিপোর্ট

২০১৮-২০১৯

প্রথম খন্ড

স্থানীয় সরকার বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর প্রণীত
পরিবেশগত অডিট রিপোর্ট

অর্থ বছর ঃ ২০১৭-২০১৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম, পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা- ৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	মুখবন্ধ	
১.১	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	১-২
১.২	নিরীক্ষার পটভূমি	২
২.	নিরীক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াবলী	২
২.১	নিরীক্ষার উদ্দেশ্য	২
২.২	নিরীক্ষার ইস্যুসমূহ	৩
২.৩	নিরীক্ষায় প্রয়োগকৃত ও অনুসরণকৃত প্রচলিত আইন, বিধি-বিধানসমূহ	৩
২.৪	নিরীক্ষা পদ্ধতি	৩
২.৫	এক নজরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা	৩-৪
২.৬	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর জনগণের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর বর্জ্যের প্রভাব	৪
৩.	নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণসমূহ ও সুপারিশমালা	৫-১৯

মুখবন্ধ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া, দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২. স্থানীয় সরকার বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম, পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩. নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪. এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ০৬টি ইস্যু অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫. এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬. জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা- ৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখ : বঙ্গাব্দ
১৩/৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

১। নির্বাহী সার-সংক্ষেপ ঃ

১.১। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ২০১১ সনে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন হতে আলাদা হয়ে "ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন” নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহা স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। প্রতিষ্ঠানটি “স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন-২০০৯” এর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত ঃ

(ক) একজন নির্বাচিত মেয়র;

(খ) নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচিত কাউন্সিলর এবং

(গ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচিত মহিলা কাউন্সিলর।

- Waste Report ২০১৬-২০১৭ অনুযায়ী বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর মোট আয়তন ৮২.৬৩৮ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা ৪৭,৫১,৬১৭ জন, ওয়ার্ডের সংখ্যা ৩৬টি, জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি ওয়ার্ডে ৫৭.৪৯৯ জন। সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা ৩৬ নং ওয়ার্ডে (১,১০,৮৬৩ জন) এবং সবচেয়ে কম ১৯ নং ওয়ার্ডে (২২,৩০০ জন)।

  Waste Report ২০১৬-২০১৭ অনুযায়ী বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন এলাকায় প্রকৃতপক্ষে কী পরিমাণ বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে তার সঠিক হিসাব নেই। তবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৬,৮৩,১৭৪ টন এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৮,৫২,৩৭১ টন বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ২৪.৭৭% অতিরিক্ত বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সময়ে মোট যে পরিমাণ গাড়ী বর্জ্য পরিবহন করে তার মধ্যে ডিএনসিসির নিজস্ব গাড়ী ৬২% (২৮টি ওয়ার্ডে) এবং ঠিকাদারদের গাড়ী ৩৮% (৮টি ওয়ার্ডে) ব্যবহার হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য পরিবহন খরচ প্রতি টনের জন্য ৬৬৫ টাকা এবং ঠিকাদার এর মাধ্যমে এর পরিবহন খরচ প্রতি টন ৫৫৩ টাকা। প্রতি টন বর্জ্যের জন্য ল্যান্ডফিল অপারেটিং বাবদ খরচ ১৩৪.০০ টাকা। উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত গাড়ীগুলো প্রতি ট্রিপে মোট ৩.৭ টন বর্জ্য পরিবহন করে অন্যদিকে ঠিকাদার কর্তৃক পরিচালিত গাড়ীগুলি প্রতি ট্রিপে ৭.৮ টন বর্জ্য পরিবহন করে।

- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে তথ্য সংগ্রহপূর্বক তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ, সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডসমূহের বর্তমান চিত্র এবং সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে নিরীক্ষা কাজ পরিচালনা করা হয়।

  ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সার্বিক কর্মকান্ড স্থানীয়ভাবে পর্যবেক্ষণকালে পরিলক্ষিত হয় যে-

(১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিজস্ব কোন আইন, নিয়ম, নীতিমালা পাওয়া যায়নি যা অনুসরণ করে সব ধরনের বর্জ্য যেমন সাধারণ, কঠিন, ইলেকট্রিক, তরল এবং ক্ষতিকর ইত্যাদিকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ করা যায়।

(২) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহনের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহিত চুক্তির মাধ্যমে শুধুমাত্র ৪টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৩৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে শুধুমাত্র ৮টি ওয়ার্ড বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং অবশিষ্টগুলো নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বর্জ্য পরিবহন এবং ব্যবস্থাপনার কাজ করে থাকে। চুক্তি অনুযায়ী কোন অনিয়মের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কর্পোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত অবশিষ্ট ২৮টি ওয়ার্ডে অব্যবস্থাপনার জন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং, রিপোর্টিং এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পারফরমেন্স মূল্যায়ন করা হয়না।

(৩) বর্তমানে ৫২টি কন্টেইনার ক্যারিয়ার, ৪৬টি কম্পেকটর, ৫২টি খোলা ট্রাকের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্জ্য থেকে বের হওয়া লিচেট এসিটিক বিধায় যানবাহনগুলো প্রায়ই নষ্ট হয় এবং মেরামতকালীন সময় তা দিয়ে বর্জ্য পরিবহন করা সম্ভবপর হয় না। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকল কর্মীরা নিরাপত্তামূলক দ্রব্যাদি যেমন, গাউন/এপ্রোন, চশমা, মাস্ক, গ্লাভস, গামবুট, হেলমেট ইত্যাদি ব্যবহার করছে না। এ ছাড়া তারা

ভালভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এবং বর্জ্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কেও অবগত নয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রয়োজন এবং চাহিদা মাফিক বর্জ্যবাহী আধুনিক কন্টেইনার ক্যারিয়ার, কম্পেক্টর সরবরাহ করা হয়নি। এখনও বেশির ভাগ সময়ে খোলা ট্রাকে ক্ষতিকর বর্জ্যসহ অন্যান্য বর্জ্য পরিবহন করা হচ্ছে যার ফলে পরিবেশ দূষণসহ নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য নির্দিষ্টভাবে কোন Key Performance Indicator স্থির না করায় সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থা শক্তিশালী নয়।

(৪) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয়িত অর্থের চেয়ে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৪৭% ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেই হিসাবে সেবার মান বৃদ্ধির কোন প্রমাণ নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।

(৫) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সনদ (Clearance Certificate) ছাড়াই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে ব্যবস্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

(৬) পরিবেশবান্ধব এবং সময় উপযোগী নকশা অনুসরণ করে বিভিন্ন এসটিএস (সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন) নির্মান করা হয়নি। এছাড়া সঠিক নকশা, পরিবেশবান্ধব এবং লোকেশন অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় সকল বর্জ্য পৃথকীকরণ ও সংগ্রহ করা হচ্ছে না। এসটিএসগুলোতে ক্ষতিকর ও অক্ষতিকর, শক্ত, কঠিন ও তরল বর্জ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নাই। বর্জ্যগুলো একত্রে মিশে সব ধরণের বর্জ্যকে দূষিত করছে। অধিকাংশ এসটিএস এ রক্ষিত বর্জ্য থেকে নির্গত লিচেট বের হবার জন্য আধুনিক ড্রেন সিস্টেম না থাকার কারণে এসটিএসগুলোর ভিতরে লিচেট জমা হয়ে এটি নোংরা, স্যাঁতস্যাঁতে, অস্বাস্থ্যকর এবং অস্বাভাবিক দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এছাড়া এসটিএসগুলোর ফ্লোর রাস্তার চেয়ে উঁচু না হওয়ায় অতি বৃষ্টিতে এর ভিতরে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে এবং এর নোংরা পানি বাহিরে বেরিয়ে এসে রাস্তা-ঘাট ও এলাকাকে দুর্গন্ধযুক্ত করে ফলে জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পতিত হচ্ছে।

১.২। নিরীক্ষার পটভূমি ঃ

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় একটি সমন্বিত কর্ম পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর কর্ম পরিসরকে বৃদ্ধি করা ও মান সম্পন্ন নিরীক্ষার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম, পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর এর জন্য একটি পরিবেশগত বিশেষ নিরীক্ষা সম্পাদন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই নির্দেশনার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম, পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর একটি পরিবেশগত বিশেষ নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

২। নিরীক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াবলী ঃ

২.১। নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ বিধি ও নীতিমালা পর্যালোচনা করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্বসমূহ পর্যবেক্ষণ করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের যন্ত্রপাতি চিহ্নিতকরণ এবং তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার যাচাই করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয়িত অর্থের সুফল সিটি কর্পোরেশনে বসবাসরত জনসাধারণ পাচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সনদ (Clearance Certificate) নিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে ব্যবস্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিনা তা যাচাই করা।
- পরিবেশবান্ধব এবং সময় উপযোগী নকশা অনুসরণ করে এসটিএসসমূহ (সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন) নির্মাণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।

২.২। নিরীক্ষার ইস্যুসমূহ ঃ

প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাপ্ত ধারণা ও সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিম্নোক্ত ইস্যুসমূহের উপর বিস্তারিত নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয় ঃ

- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ বিধি ও নীতিমালা পর্যালোচনা ।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্বসমূহ পর্যবেক্ষণ।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের যন্ত্রপাতি চিহ্নিতকরণ এবং তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার যাচাই।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয়িত অর্থের সুফল সিটি কর্পোরেশনে বসবাসরত জনসাধারণ পাচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সনদ (Clearance Certificate) নিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে ব্যবস্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিনা তা যাচাই।
- পরিবেশবান্ধব এবং সময় উপযোগী নকশা অনুসরণপূর্বক বিভিন্ন এসটিএস (সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন) নির্মাণ করছে কিনা তা যাচাই।

২.৩। নিরীক্ষায় প্রয়োগকৃত ও অনুসরণকৃত প্রচলিত আইন, বিধি-বিধানসমূহ ঃ

- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন’ ১৯৯৫ ।
- পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা’ ১৯৯৭ ।
- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন’ ২০০৯ ।
- পিপিআর-২০০৮।
- সরকার কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন বিধি-বিধান ও সার্কুলার ।
- General Financial Rules (GFR) ।
- Delegation of Financial Power ।

২.৪। নিরীক্ষা পদ্ধতি (Audit Approach) ঃ

তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ, সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডসমূহের বর্তমান চিত্র এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে Judgemental Sampling এর মাধ্যমে নিরীক্ষা কাজ পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়াও Govt. Auditing Standards, পারফরমেন্স অডিট ম্যানুয়েল এবং International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAIs 300, 3000, and 3100) অনুসরণ করা হয়।

২.৫। এক নজরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা ঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম একজন প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ০৫টি জোনে অবস্থিত। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখার মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জড়িত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের হাজিরাসহ তাদের সার্বিক কাজ বর্জ্য পরিদর্শকরা করে থাকেন। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহনের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহিত চুক্তির মাধ্যমে শুধুমাত্র ৪টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে (রাকিব এন্টারপ্রাইজ, খন্দকার ব্রাদার্স নেটওয়ার্ক, মেসার্স মাল্টি ইন্টারন্যাশনাল, ক্লিন টেক) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৩৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে শুধুমাত্র ৮টি ওয়ার্ড বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং অবশিষ্টগুলো নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। নগরীর দ্রুত সম্প্রসারণ

এবং জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে নগরবাসীকে উত্তম সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডভিত্তিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন কাজে দীর্ঘদিন নতুন করে কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক তার নিজস্ব বিভিন্ন পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্ট বর্জ্য ৫২টি স্পট থেকে প্রতিদিন সংগ্রহ, অপসারণ এবং আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে চূড়ান্ত ব্যবস্থায়ন করা হয়। বর্জ্যবাহী কন্টেইনার ক্যারিয়ার, কম্পেক্টর ও খোলা ট্রাক এর ওয়ার্ড ও অঞ্চলভিত্তিক স্পট বন্টন করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

২.৬। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর জনগণের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর বর্জ্যের প্রভাব ঃ

বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এর ফলে বাতাস,পানি ও মাটি দূষিত হয়। চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়ায়, মশা মাছির উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। ফলে ডেংগু, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া, ডিপথেরিয়াসহ নানা রকম সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে। এ ছাড়াও ক্যান্সার চর্মরোগসহ আরো নানাবিধ রোগ দেখা দেয়। এর সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে মাটি, পানি, বাতাস দূষিত হয় এবং মানব শরীরে এর দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সকল প্রকার বর্জ্যের রেসিডুয়াল প্রভাবে পানির কেমিক্যাল পরিবর্তন হয়, যা বিভিন্ন লেভেলের ইকোসিষ্টেমকে ব্যাহত করে। মাছের প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়, মাছ পশুপাখিসহ মানুষের দেহে নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়।

সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সাধারণত মেডিক্যাল বর্জ্য, ইলেকট্রনিক বর্জ্য, নির্মাণ বর্জ্য, খাদ্যের বর্জ্য এবং বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর শিল্প বর্জ্য সৃষ্টি হয় যা বায়ু, পানি ও মাটির দূষণসহ সকল ধরনের জীবের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করছে। এ বর্জ্য সঠিকভাবে সংগৃহীত ও বিনষ্ট না করায় কিছু বর্জ্য যেমন সিরিঞ্জ, প্লাস্টিক কন্টেইনার এবং অন্যান্য সামগ্রী টোকাইসহ সাধারণ মানুষ সংগ্রহ করে তা পুণঃবিক্রি ও পুণঃব্যবহৃত হওয়ায় মানবদেহে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে।

সময়ের সাথে সাথে বর্জ্য যে শুধু বাড়ছে তাই নয় দিন দিন নতুন নতুন বর্জ্য সংযোজন ও পরিবর্তন হচ্ছে। জৈব বর্জ্যগুলো হ্রাস পাচ্ছে এবং প্লাস্টিক প্যাকেটযুক্ত খাদ্যের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধির ফলে নগরীতে বর্জ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিপুল পরিমাণ বর্জ্য ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ বা বিনষ্ট না করতে পারায় তা পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্য ব্যাপক ক্ষতির কারণ হচ্ছে। এ সকল বর্জ্য পানির সাথে মিশে ভূ-উপরিভাগ ও ভূ-গর্ভস্থ পানিকে দূষিত করে। যে কোন মানুষ বা প্রাণি এ দূষিত পানি পান করে সহজেই যে কোন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

৩। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণসমূহ ও সুপারিশমালা ঃ

৩.১। ইস্যু-০১ ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ বিধি ও নীতিমালা পর্যালোচনা।

শিরোনাম ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিজস্ব কোন আইন, নিয়ম, নীতিমালা কিংবা বিধি-বিধান নেই।

বিবরণ ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের নিরীক্ষায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিজস্ব কোন আইন, নিয়ম, নীতিমালা পাওয়া যায়নি যা অনুসরণ করে সব ধরনের বর্জ্য যেমন সাধারণ, ইলেকট্রিক, তরল এবং ক্ষতিকর ইত্যাদিকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ করা যায়, যার ফলে পরিবেশগত কোন বিরুপ প্রভাব সৃষ্টি হবে না। এছাড়া চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে ভবিষ্যতের বর্জ্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কোন সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পরিলক্ষিত হয়নি।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং এর আওতাধীন জোনসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এর সার্বিক কর্মকান্ড স্থানীয়ভাবে পর্যবেক্ষণকালে পরিলক্ষিত হয় যে-

- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিজস্ব কোন আইন, নিয়ম, নীতিমালা পাওয়া যায়নি যা অনুসরণ করে সব ধরনের বর্জ্য যেমন সাধারণ, ইলেকট্রিক, তরল এবং ক্ষতিকর ইত্যাদিকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ করা যায়, যার ফলে পরিবেশগত কোন বিরুপ প্রভাব সৃষ্টি হবে না।
- সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সংগতি রেখে হালনাগাদ কোন নীতিমালা প্রণয়ন না করায় অনেক ক্ষেত্রেই এ সংক্রান্ত কাজের সঠিক অনুশীলন হচ্ছে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সময়, পরিবেশ এবং অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিজস্ব কোন নীতিমালা বা বিধিমালা না থাকায় বর্তমান সময়ের বিবেচনায় সঠিক কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।
- চাহিদার সাথে সংগতি রেখে ভবিষ্যতের বর্জ্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কোন সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পরিলক্ষিত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সিটি কর্পোরেশনে সৃষ্ট বর্জ্যকে ক্ষতিকর ও অক্ষতিকর এ দু'শ্রেণীতে পৃথক করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরিষ্কার কোন দিক নির্দেশনা নাই। আলাদাভাবে চিহ্নিত করে এর পরিশোধন এবং অপসারণের ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা না থাকায় উহা বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যকে একত্রিতভাবে কিংবা অন্যান্য বর্জ্যের সাথে মিশে গিয়ে মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর মারাত্মক বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোন ধরনের পৃথকীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই সকল ধরনের বর্জ্য একত্রে সংগ্রহ ও চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ করায় পরিবেশের ওপর বিরুপ প্রভাব বিস্তার করছে বলে নিরীক্ষা মনে করে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত অদ্যাবধি কোন বিধিমালা না থাকা।
- সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সৃষ্ট বর্জ্যের পৃথকীকরণ, সংগ্রহ ও চূড়ান্ত পরিশোধনের ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন ও পরিবেশবান্ধব কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করা।

- চাহিদার সাথে সংগতি রেখে ভবিষ্যতের বর্জ্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক কোন সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ না করা।

চিত্র ঃ খোলা ট্রাকে ময়লা পরিবহন (আমিন বাজার ল্যান্ডফিলের দৃশ্য)। ***চিত্র ঃ*** **আমিন বাজারে ল্যান্ডফিল এ লিচেট টিট্রমেন্ট প্লান্ট**

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অনুসরণযোগ্য ও জারিকৃত নির্দেশনামূলক কোন আদর্শ নীতিমালা বহাল না থাকায় সিটি কর্পোরেশন জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ইতিবাচক দিকসমূহ বিবেচনায় রেখে যথাসম্ভব পরিবেশবান্ধব উপায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
- বর্জ্যের পৃথকীকরণপূর্বক পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্যের ব্যবহারোত্তর উপজাত হিসাবে প্রাপ্য শক্তি ও নিরাপদ সামগ্রী উৎপাদন নিশ্চিতকরণের পদ্ধতিগত ও পরিবেশগত বিভিন্ন দিক বিচার বিশ্লেষণ করতঃ ইতিবাচক ফলাফলের ভিত্তিতে কোন অবকাঠামো বিনির্মাণ সাপেক্ষেই বর্জ্যের পৃথকীকরণ নির্দেশনা নিরুপিত হবে।
- কর্পোরেশন মূলত হাউজ হোল্ড বা কিচেন ওয়েস্ট ও রাস্তা পরিষ্কারের বর্জ্য সংগ্রহ করে থাকে। এ সংক্রান্ত বর্জ্যের সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট কোন বিধির প্রচলন না থাকলেও সিটি কর্পোরেশন জনস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় রেখে নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বর্জ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াজাতকরণ, পৃথকিকরণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কর্পোরেশন কর্তৃক জনস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় রাখার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা প্রতিয়মান হয়নি।
- সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত কোন বিধিমালা না থাকায় তা প্রণয়নের এবং বর্জ্যের পৃথকীকরণ, সংগ্রহ ও চূড়ান্ত পরিশোধনের ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন ও পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক হলেও তা করা হয়নি। চাহিদার সাথে সংগতি রেখে ভবিষ্যতের বর্জ্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক কোন সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক হলেও তা করা হয়নি। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক জনস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় রেখে নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
- মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সম্পাদনের পর প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর গত ১৯/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) প্রেরণ করা হয় এবং ১০/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে

সমাপনী সভা (Exit meeting) শেষে ০৬/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং ০১ (এক) মাসের মধ্যে এ কার্যালয়ে জবাব প্রেরণের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) সংক্রান্ত বিধিমালা দ্রুত প্রণয়নের কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সৃষ্ট বর্জ্যের পৃথকীকরণ, সংগ্রহ ও চূড়ান্ত পরিশোধনের ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন ও পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তামূলক পোষাক পরিধান বাধ্যতামূলক করা এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি ভাতা প্রাপ্যতার বিষয়ে বিধিতে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

৩.২। ইস্যু-০২ ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্বসমূহ পর্যবেক্ষণ।

শিরোনাম ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং, রিপোর্টিং এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পারফরমেন্স মূল্যায়ন করা হয় না।

বিবরণ ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের নিরীক্ষায় কর্পোরেশনের ৮টি ওয়ার্ডে বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাথে চুক্তিবদ্ধ ০৪টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বর্জ্য পরিবহন এবং ব্যবস্থাপনার কাজ করার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী কোন অনিয়মের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কর্পোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত অবশিষ্ট ২৮টি ওয়ার্ডে অব্যবস্থাপনার জন্য কারো বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং, রিপোর্টিং এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পারফরমেন্স মূল্যায়ন করার কোন প্রমাণ নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং এর আওতাধীন জোনসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এর সার্বিক কর্মকান্ড স্থানীয়ভাবে পর্যবেক্ষণকালে পরিলক্ষিত হয় যে-

- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাথে চুক্তির মাধ্যমে শুধুমাত্র ৪টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৩৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে শুধুমাত্র ৮টি ওয়ার্ড বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং অবশিষ্টগুলো নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বর্জ্য পরিবহন এবং ব্যবস্থাপনার কাজ করে থাকে। চুক্তি অনুযায়ী কোন অনিয়মের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কর্পোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত অবশিষ্ট ২৮টি ওয়ার্ডে অব্যবস্থাপনার জন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং, রিপোর্টিং এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পারফরমেন্স মূল্যায়ন করার কোন প্রমাণ নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য নির্দিষ্টভাবে কোন Key Performance Indicator স্থির না করায় সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থা শক্তিশালী নয়। বর্জ্য ব্যবস্থপনা বিভাগ এর নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান ব্যবস্থা প্রচলন না থাকার কারণে ওয়ার্ডগুলোতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে জবাবদিহিতা গড়ে উঠেনি। ফলে অভ্যন্তরীণভাবে বর্জ্যের পৃথকীকরণ ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে তারা তাদের পূর্বের অবস্থান পরিবর্তনের ব্যাপারে তেমন মনোযোগী হয়নি বলে নিরীক্ষা মনে করে।
- নগরীর দ্রুত সম্প্রসারণ এবং জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে নগরবাসীকে উত্তম সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডভিত্তিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন কাজে দীর্ঘদিন নতুন করে কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং ব্যবস্থায়ন কার্যক্রম নগরবাসীর চাহিদা অনুযায়ী সঠিক সময়ে করা হয় না।
- জনগণ যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা সিটি কর্পোরেশনের কোথাও কোন দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়নি এবং এ কার্যক্রম বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রমাণক নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।
- সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ওর্য়াডভিত্তিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম হিসেবে কতটি সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও অন্যান্য কার্যক্রম যেমন ঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে র‌্যালি, লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে তার সঠিক হিসাব নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন প্রতিটি ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতা কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে ব্যবস্থাপনা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দদের দিয়ে ওয়ার্ড মনিটরিং, ওয়ার্ড ভিত্তিক বর্জ্য সংগ্রহপূর্বক তা অপসারণের জন্য বেসরকারি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত জনবল দ্বারা নিয়মিত বর্জ্যের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ এর সংগ্রহ, পরিবহন এবং চূড়ান্ত ব্যবস্থায়ন করা হচ্ছে কিনা তার মাসিক কোন পারফরমেন্স মূল্যায়ন কপি নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।
- বর্তমানে ৫২টি কন্টেইনার ক্যারিয়ার, ৪৬টি কম্পেকটর, ৫২টি খোলা ট্রাকের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্জ্য থেকে বের হওয়া লিচেট এসিটিক বিধায় যানবাহনগুলো প্রায়ই নষ্ট হয় এবং মেরামতকালীন সময় তা দিয়ে বর্জ্য

পরিবহন করা সম্ভবপর হয় না। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকল কর্মীরা নিরাপত্তামূলক দ্রব্যাদি যেমন গাউন/এপ্রোন, চশমা, মাস্ক, গ্লাভস, গামবুট, হেলমেট ইত্যাদি ব্যবহার করছে না। এছাড়া তারা ভালভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এবং বর্জ্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কেও অবগত নয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রয়োজন এবং চাহিদা মাফিক বর্জ্যবাহী আধুনিক কন্টেইনার ক্যারিয়ার, কম্পেক্টর সরবরাহ করা হয়নি। এখনও বেশির ভাগ সময়ে খোলা ট্রাকে ক্ষতিকর বর্জ্যসহ অন্যান্য বর্জ্য পরিবহন করা হচ্ছে যার ফলে পরিবেশ দূষণসহ নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা অনুযায়ী সময় উপযোগী কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করা।
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য নির্দিষ্টভাবে কোন Key Performance Indicator স্থির না করা।
- সিটির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী নিয়োগ প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণের অভাব।
- জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণে সঠিক ও সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের অভাব।
- নিজস্ব ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং, রিপোর্টিং ও পারফরমেন্স মূল্যায়ন যথাযথভাবে না করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের অভাব ।

চিত্র ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যেখানে সেখানে ময়লা পড়ে থাকার দৃশ্য।

চিত্র ঃ উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ফেলার দৃশ্য।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে হালকা/ শুকনা ময়লা ফেলার জন্য ডাস্টবিন বসানো হয়েছে। পরিবেশ দূষণ রোধে ময়লা ফেলার জন্য ডাস্টবিন, কন্টেইনার বক্স, ডাম্পিং স্পট এবং এসটিএস ইত্যাদি যেখানে যেটি প্রযোজ্য সে অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা আছে। নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করে সার্বক্ষণিক তদারকির মাধ্যমে ডাস্টবিনে ময়লা ফেলতে বাধ্য করার মত

অতিরিক্ত লোকবলের সংকট কর্পোরেশনের রয়েছে। প্রতি মাসেই বেসরকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কৃতকাজের দক্ষতার উপর গ্রেডিং মানের ভিত্তিতে তাদের পারফরমেন্স মূল্যায়ন করা হয়। পরিচ্ছন্নতা কাজের মূল্যায়িত দক্ষতা প্রতিবেদন অনুযায়ী মাসিক বিল প্রদান করা হয়ে থাকে। জনদুর্ভোগ লাঘব ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে বর্জ্য পরিবহনে খোলা ট্রাকের ব্যবহার কমিয়ে ডাম্প ট্রাক ও কম্পেক্টর ট্রাক ব্যবহার করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সংযোজিত আলোকচিত্র নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নিয়মিত পরির্দশন করে সার্বক্ষনিক তদারকি না করায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র এরূপ।
- সিটির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ এবং চাহিদা ও সময় উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় না। নিজস্ব ব্যবস্থপনায় পরিচালিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং, রিপোর্টিং ও পারফরমেন্স যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার কোন প্রমাণক নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না।
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য নির্দিষ্টভাবে কোন Key Performance Indicator স্থির না করা।
- মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সম্পাদনের পর প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর গত ১৯/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) প্রেরণ করা হয় এবং ১০/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমাপনী সভা (Exit meeting) শেষে ০৬/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং ০১ (এক) মাসের মধ্যে এ কার্যালয়ে জবাব প্রেরণের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সেবার মান বৃদ্ধির জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) ব্যবস্থাপনা কাজের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রাইভেটাইজেশন/বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। অন্যথায় নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালনা করলে ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যা অনুপাতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী নিয়োগ করা এবং এই কাজের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পারফরমেন্স নিয়মিত মুল্যায়ন, পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য নির্দিষ্টভাবে Key Performance Indicator স্থির করা অবশ্যক।
- সিটির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী নিয়োগ প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণে সঠিক ও সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- নিজস্ব ও বেসরকারি ব্যবস্থপনায় পরিচালিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং, রিপোর্টিং ও পারফরমেন্স মূল্যায়ন করা আবশ্যক।

৩.৩। ইস্যু-০৩ ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের যানবাহন/যন্ত্রপাতি চিহ্নিতকরণ এবং তাদের ব্যবহৃত যানবাহন/যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার যাচাই।

শিরোনাম ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত যানবাহন যেমন- বর্জ্যবাহী কন্টেইনার ক্যারিয়ার, কম্পেক্টর ও খোলা ট্রাক এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন- বেলচা, কোদাল, টুকরি, ঝাড়ু, মাক্স, গ্লাভস, গামবুট, হেলমেট, হাতগাড়ী, এপ্রোন, ত্রিপল ইত্যাদি সিটি কর্পোরেশনের বিশাল আয়তন এবং জনগণের তুলনায় অপ্রতুল।

বিবরণ ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের নিরীক্ষায় দেখা যায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত যানবাহন যেমন- বর্জ্যবাহী কন্টেইনার ক্যারিয়ার, কম্পেক্টর ও খোলা ট্রাক এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন- বেলচা, কোদাল, টুকরি, ঝাড়ু, মাক্স, গ্লাভস, গামবুট, হেলমেট, হাতগাড়ী, এপ্রোন, ত্রিপল ইত্যাদি সিটি কর্পোরেশনের বিশাল আয়তন এবং জনগণের তুলনায় অপ্রতুল। বর্জ্য থেকে বের হওয়া লিচেট এসিটিক বিধায় যানবাহনগুলো প্রায়ই নষ্ট হয় এবং মেরামতকালীন সময় তা দিয়ে বর্জ্য পরিবহন করা সম্ভবপর হয় না। এখনও বেশির ভাগ সময়ে খোলা ট্রাকে ক্ষতিকর বর্জ্যসহ অন্যান্য বর্জ্য পরিবহন করা হচ্ছে যার ফলে পরিবেশ দূষণসহ নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করছে।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং এর আওতাধীন জোনসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এর সার্বিক কর্মকান্ড স্থানীয়ভাবে পর্যবেক্ষণকালে পরিলক্ষিত হয় যে-

- সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত যানবাহনগুলো হলো- বর্জ্যবাহী কন্টেইনার ক্যারিয়ার, কম্পেক্টর ও খোলা ট্রাক এবং যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তা হলো - বেলচা, কোদাল, টুকরি, ঝাড়ু, মাক্স, গ্লাভস, গামবুট, হেলমেট, হাতগাড়ী, এপ্রোন, ত্রিপল ইত্যাদি। যানবাহন এবং যন্ত্রপাতিগুলো সিটি কর্পোরেশনের বিশাল আয়তন এবং জনগণের তুলনায় অপ্রতুল।
- বর্তমানে ৫২টি কন্টেইনার ক্যারিয়ার, ৪৬টি কম্পেকটর, ৫২টি খোলা ট্রাকের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্জ্য থেকে বের হওয়া লিচেট এসিটিক বিধায় যানবাহনগুলো প্রায়ই নষ্ট হয় এবং মেরামতকালীন সময় তা দিয়ে বর্জ্য পরিবহন করা সম্ভবপর হয় না।
- নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকল কর্মীরা নিরাপত্তামূলক দ্রব্যাদি যেমন, গাউন/এপ্রোন, চশমা, মাস্ক, গ্লাভস, গামবুট, হেলমেট ইত্যাদি ব্যবহার করছে না। এ ছাড়া তারা ভালভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এবং বর্জ্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কেও অবগত নয়।
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রয়োজন এবং চাহিদামাফিক বর্জ্যবাহী আধুনিক কন্টেইনার ক্যারিয়ার, কম্পেক্টর সরবরাহ করা হয়নি। এখনও বেশির ভাগ সময়ে খোলা ট্রাকে ক্ষতিকর বর্জ্যসহ অন্যান্য বর্জ্য পরিবহন করা হচ্ছে যার ফলে পরিবেশ দূষণসহ নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করছে।

চিত্র ঃ পৃথকীকরণ ব্যতীত বর্জ্য সংগ্রহের দৃশ্য।

অনিয়মের কারণ ঃ

- চাহিদা মাফিক বর্জ্যবাহী আধুনিক কন্টেইনার ক্যারিয়ার, কম্পেক্টরসহ পরিবেশবান্ধব যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা।
- বর্জ্য সৃষ্টির উৎপত্তিস্থলে পরিবেশবান্ধব রিসাইকেলযোগ্য বর্জ্য বিভাজন না করা।
- পুনঃচক্রায়নযোগ্য প্লাস্টিক সামগ্রী পরিশোধন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্জ্যবাহী আধুনিক কন্টেইনার, কম্পেক্টর সরবরাহ করা আছে। বর্জ্য পরিবহনে সীমিত পর্যায়ে খোলা ট্রাকের ব্যবহার রয়েছে। বর্জ্যের রিসাইকেলযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক কোন ব্যবস্থা এখনো গড়ে উঠেনি। ফলে বর্জ্য সৃষ্টির উৎপত্তিস্থলে পরিবেশবান্ধব রিসাইকেলযোগ্য বর্জ্য বিভাজনের বিষয়টি সময়ের অপেক্ষাধীন। বর্জ্যের নিরাপদ ও চূড়ান্ত পরিশোধনের জন্য আমিন বাজার ব্যতীত সাভারস্থ নবীনগর এলাকায় ২য় সেনেটারী ল্যান্ডফিল স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতিগত কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান আমিন বাজার ল্যান্ডফিলটিও আরো বেশি পরিমাণ বর্জ্য ধারণ উপযোগী করার জন্য সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিডিউল অনুযায়ী নিয়মিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ চলমান রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিডিউল অনুযায়ী নিয়মিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ চলমান রয়েছে। ইনসিনারেশন প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে বর্জ্য থেকে এনার্জি (গ্যাস/বিদ্যুৎ) তৈরীর সম্ভাব্যতা ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনার সম্ভাব্য ও প্রায়োগিক দিক বাস্তবায়ন সম্ভব হলে পরিস্থিতি সাপেক্ষে আভ্যন্তরীণভাবে প্রাইমারী স্টেজ থেকেই বর্জ্যের পৃথকীকরণে নগরবাসী উৎসাহিত হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বর্জ্য পরিবহনে আধুনিক ও সীমিত পর্যায়ে খোলা ট্রাকের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হলেও মোট কন্টেইনার ক্যারিয়ারের ৫০% খোলা ট্রাক, এবং যা দ্বারা নিয়মিত বর্জ্য পরিবহন করা হচ্ছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ৪৭% ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও বর্জ্যবাহী আধুনিক কন্টেইনার ক্যারিয়ার, কম্পেক্টর, পরিবেশবান্ধব যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নিশ্চিত করা হয়নি।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মীরা যাতে নিরাপত্তামুলক পোষাক পরিধানসহ নিরাপত্তামূলক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে দায়িত্ব পালন করে সে বিষয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- চাহিদামাফিক বর্জ্যবাহী আধুনিক কন্টেইনার ক্যারিয়ার, কম্পেক্টর, পরিবেশবান্ধব যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- খোলা ট্রাকে ক্ষতিকর বর্জ্য পরিবহন থেকে বিরত রাখা এবং চূড়ান্ত পরিশোধনের জন্য আধুনিক, পরিকল্পিত এবং পরিবেশবান্ধব নিরাপদ Landfill স্থাপন করা হয়নি।
- মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সম্পাদনের পর প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর গত ১৯/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) প্রেরণ করা হয় এবং ১০/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমাপনী সভা (Exit meeting) শেষে ০৬/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং ০১ (এক) মাসের মধ্যে এ কার্যালয়ে জবাব প্রেরণের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চাহিদামাফিক বর্জ্যবাহী আধুনিক কন্টেইনার ক্যারিয়ার, কম্পেক্টরসহ পরিবেশবান্ধব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা আবশ্যক।
- বর্জ্য সৃষ্টির উৎপত্তিস্থলে পরিবেশবান্ধব রিসাইকেলযোগ্য বর্জ্য বিভাজন চালু করা আবশ্যক।
- বর্জ্যের নিরাপদ ও চূড়ান্ত পরিশোধনের জন্য আধুনিক পরিকল্পিত এবং পরিবেশবান্ধব নিরাপদ Landfill স্থাপন করা এবং পুনঃচক্রায়নযোগ্য প্লাস্টিক সামগ্রী পরিশোধন করা আবশ্যক।

৩.৪। ইস্যু-০৪ ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয়িত অর্থের সুফল সিটি কর্পোরেশনে বসবাসরত জনসাধারণ পাচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা।

শিরোনাম ঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত না করায় এবং নিয়মিত মনিটরিং, তদারকি ও জবাবদিহিতা না থাকায় বাজেট বৃদ্ধি পেলেও জনগণ এর সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিবরণ ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বিভিন্ন ওয়ার্ডভিত্তিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন কাজে দীর্ঘদিন নতুন করে কোন জনবল নিয়োগ করা না হওয়ায়, জনগণ যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না থাকায়, পরিকল্পনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত না করায় এবং নিয়মিত মনিটরিং, তদারকি ও জবাবদিহিতা না থাকায় বাজেট বৃদ্ধি পেলেও জনগণ এর সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং এর আওতাধীন জোনসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এর সার্বিক কর্মকান্ড স্থানীয়ভাবে পর্যবেক্ষণকালে পরিলক্ষিত হয় যে-

- ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৬৩,১২,২১,১২৬/- টাকা এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় করা হয়েছে ১১৯,৪৯,৬১,২৬৪/- টাকা অর্থাৎ বিগত বছরের তুলনায় বাজেটের ব্যয় বেড়েছে ৪৭%। কিন্তু সেই হিসেবে সেবার মান বৃদ্ধি পায়নি।
- বিভিন্ন গৃহস্থালি বর্জ্যসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বর্জ্য দিয়ে রাস্তা-ঘাট, নর্দমা, খালবিল পরিপূর্ণ হয়ে জলবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সাথে মশার বংশবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিচ্ছে। ফলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয়িত অর্থের সুফল সিটি কর্পোরেশনে বসবাসরত জনসাধারণ সঠিকভাবে পাচ্ছে না বলে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ঃ রাস্তার পাশে বিভিন্ন গৃহস্থালি বর্জ্যসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বর্জ্য পড়ে থাকার দৃশ্য।

অনিয়মের কারণ ঃ

- নগরীর দ্রুত সম্প্রসারণ এবং জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে নগরবাসীকে উত্তম সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডভিত্তিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন কাজে দীর্ঘদিন নতুন করে কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে বাজেট বৃদ্ধি পেলেও বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং এর ব্যবস্থায়ন কার্যক্রমে নগরবাসী এর সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে।
- জনগণ যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না থাকায় এবং বছর ব্যাপী সচেতনতামূলক কোন কার্যক্রম না থাকায় জনগণ যত্রতত্র বর্জ্য ফেলে পরিবেশকে দূষিত করছে। ফলে বাজেট বৃদ্ধি পেলেও জনগণ এর সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত না করায় বাজেট বৃদ্ধি পেলেও জনগণ এর সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

- নিয়মিত মনিটরিং, তদারকি ও জবাবদিহিতা না থাকায় বাজেট বৃদ্ধি পেলেও জনগণ এর সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ডিএনসিসি'র অধিভুক্ত এলাকায় গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৩০০০ হাজার টন বর্জ্য তৈরী হয়ে থাকে। এই বিপুল পরিমাণ বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থায়নের জন্য বর্জ্যবাহি ট্রাক, বর্জ্য ড্রেসিং ও কম্পেকশন কাজের উপযোগী ভারী যান-যন্ত্রপাতি ক্রয় করা আবশ্যক। তদুপরি ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক উপযুক্তভাবে ক্লিনিং করার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জেট এন্ড সাকার মেশিন এবং নগরীর প্রায় ৩০০ কি:মি: ভিআইপি রাস্তা ও জনগুরুত্বপূর্ণ কিছু সড়কের সুইপিং কাজের জন্য রোড সুইপার মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে নগরবাসীর চাহিদার অনুকূলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মান উন্নয়নে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে হিসাবে নগরবাসীর পরিচ্ছন্নতা সেবায় উৎকর্ষতা আনয়নের লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ব্যয় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ড্রেনেজ ও সড়কের সুইপিং করার জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলেও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতায় কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।
- বর্জ্য স্থানান্তরের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানিক ও অপ্রতিষ্ঠানিক কর্মচারীদের অকুপেশনাল সেফটি ট্রেনিং সেফটি ইকুইপমেন্টস ব্যবহার নিশ্চিত ও মনিটরিং এর জন্য কোন কার্যকর উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।
- বাজেট বৃদ্ধি পেলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে সেই অনুপাতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী নিয়োগ করা আবশ্যক থাকলেও তা করা হয়নি।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন ও নিয়মকানুন সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক প্রচার ও যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হলেও তা করা হয়নি।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়নি।
- নিয়মিত মনিটরিং, তদারকি ও জবাবদিহিতা সঠিকভাবে পরিপালন করা হয়নি।
- মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সম্পাদনের পর প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর গত ১৯/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) প্রেরণ করা হয় এবং ১০/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমাপনী সভা (Exit meeting) শেষে ০৬/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়। এবং ০১ (এক) মাসের মধ্যে এ কার্যালয়ে জবাব প্রেরণের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- থ্রি-আর পদ্ধতিতে (রিডিউস, রিসাইকেল ও রিইউজ অর্থাৎ ব্যবহার হ্রাস, পুনর্গঠন ও পুনর্ব্যবহার) সব ধরণের কর্মকান্ড পরিচালনা করা উচিত।
- ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে সেই অনুপাতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী নিয়োগ করা আবশ্যক ।
- যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক ।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক ।
- নিয়মিত মনিটরিং, তদারকি ও জবাবদিহিতা কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক ।
- জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন; যেমন- আবাসিক এলাকায়, স্কুল কলেজ ও বিভিন্ন জনসমাবেশে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ, ডিএনসিসি ও স্থানীয় নাগরিক সংগঠনগুলো যৌথভাবে জনসাধারণকে উপর্যুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও বর্জ্যের পুনঃব্যবহার সর্ম্পকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৩.৫। ইস্যু-০৫ ঃ পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সনদ (Clearance Certificate) নিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে ব্যবস্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিনা তা পর্যালোচনা।

শিরোনাম ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে ব্যবস্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন ছাড়পত্র সনদ (Clearance Certificate) গ্রহণ করা হয়নি।

বিবরণ ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের নিরীক্ষায় আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে ব্যবস্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সনদ (Clearance Certificate) গ্রহণ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ল্যান্ডফিলের চারিদিকে কোন বাউন্ডারী ওয়াল নাই, এছাড়া এটি খোলা এবং এর চারিদিকে বিলে পানি ভর্তি।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত আমিন বাজার ল্যান্ডফিলের ব্যবস্থায়ন কার্যক্রম স্থানীয়ভাবে পর্যবেক্ষণকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে ব্যবস্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন ছাড়পত্র সনদ (Clearance Certificate) গ্রহণ করা হয়নি।
- সমগ্র ল্যান্ডফিলের চারিদিকে কোন বাউন্ডারী ওয়াল নাই; ল্যান্ডফিলটি খোলা এবং এর চারিদিকে বিলে পানি ভর্তি। ফলে এখানে যেসব বর্জ্য ফেলা হচ্ছে তার কিছু অংশ সহজেই বিলের পানির সাথে মিশে যাচ্ছে এবং বর্জ্যের লিচেটও বিলের পানিতে গিয়ে পড়ছে। এর ফলে বিলের পানির PH এর মান কমে যাচ্ছে এবং ল্যান্ডফিলের আশেপাশের বাতাসকে দূষিত করছে। এছাড়া বিলের মাছের প্রজনন ক্ষেত্র নষ্ট হচ্ছে, বিভিন্ন প্রকার পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ ধ্বংস হয়ে সমগ্র ইকোসিস্টেমকে ব্যহত করছে। এমনকি এর ফলে বাতাস ও পানি দূষিত হওয়ার কারণে মানব দেহে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে; ফলে উক্ত এলাকায় পরিবেশগত বিপর্যয় হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।
- নিরীক্ষা দল কর্তৃক সরেজমিনে যাচাইকালে আমিন বাজার ল্যান্ডফিল এলাকায় বিপুল পরিমাণ মশা এবং মাছি পরিলক্ষিত হয়েছে। মশা, মাছি এবং অস্বাভাবিক দুর্গন্ধের জন্য সেখানে কোন লোকের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। সেখানে নিয়মিত মশা ও মাছি নিধনের জন্য কীটনাশক স্প্রে করা করা হয়না।
- ক্ষতিকর বর্জ্যের পুনঃচক্রায়ন কিংবা চূড়ান্ত পরিশোধনের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে লিচেট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট থাকলেও ল্যান্ডফিলের চারিদিকে বাউন্ডারি ওয়াল না থাকায় চুইয়ে পরা লিচেট এর অনেকটা অংশ বিলের পানির সাথে মিশে যাচ্ছে ফলে লিচেট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনের আসল উদ্দেশ্যই ব্যহত হচ্ছে। এই প্লান্ট পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ লোক নিয়োগ করার প্রমাণ নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।

চিত্র ঃ ল্যান্ডফিলের চারিদিকে কোন বাউন্ডারী ওয়াল নাই *(১)*

চিত্র ঃ ল্যান্ডফিলের চারিদিকে কোন বাউন্ডারী ওয়াল নাই *(২)*

চিত্র ঃ ল্যান্ডফিলের চারিদিকে কোন বাউন্ডারী ওয়াল নাই (৩)

চিত্র ঃ ল্যান্ডফিলের চারিদিকে কোন বাউন্ডারী ওয়াল নাই (৪)

চিত্র ঃ উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দৃশ্য ।

অনিয়মের কারণ ঃ

- আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে ব্যবস্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন ছাড়পত্র সনদ গ্রহণ না করা।
- পরিবেশবান্ধব ল্যান্ডফিল স্থাপন না করা।
- সমগ্র ল্যান্ডফিলের চারিদিকে কোন বাউন্ডারী ওয়াল নেই অর্থাৎ ল্যান্ডফিলটি খোলা।
- ল্যান্ডফিলের লিচেট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ লোক নিয়োগ না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আমিন বাজার ল্যান্ডফিলের নির্মাণ কাজ হয় ২০০৪-২০০৫ অর্থ বৎসরে অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর সময়। ল্যান্ডফিল স্থাপনের ছাড়পত্রের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে একটি পরিবেশবাদী সংগঠন কর্তৃক মহামান্য আদালতে রীট আবেদন করলে বিষয়টি আদালত পর্যায়ে যায়। ল্যান্ডফিলটির তৎকালীন ডিজাইনে কোন বাউন্ডারী ওয়াল ছিল না। বর্জ্য ব্যবস্থায়ন সঠিকভাবে করা হচ্ছে। ফল মৌসুমে ল্যান্ডফিলে মশা মাছি সৃষ্টি হয়। বর্তমানে কোন মশা মাছি নাই। লিচেট ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি পূর্বেই স্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু সচল ছিল। বর্তমানে উক্ত লিচেট ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি সংস্কার করে চালু করা হয়েছে এবং সচল রয়েছে। তবে ল্যান্ডফিল সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য ৮৪ জন জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ে সদয় অনুমোদনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সনদ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের জোড়ালো কোন ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়নি।
- ল্যান্ডফিলের লিচেট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ লোক নিয়োগ করা আবশ্যক হলেও তা করা হয়নি।
- ল্যান্ডফিলটির ডিজাইনে কোন বাউন্ডারী ওয়াল না থাকলেও বর্তমানে এর চারিদিকে বাউন্ডরি ওয়াল করার কোন প্রতিবন্ধকতা আছে বলে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়নি।
- মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সম্পাদনের পর প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর গত ১৯/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) প্রেরণ করা হয় এবং ১০/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমাপনী সভা (Exit meeting) শেষে ০৬/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং ০১ (এক) মাসের মধ্যে এ কার্যালয়ে জবাব প্রেরণের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ সংক্রান্ত মামলা থাকায় তা দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ল্যান্ডফিলটির চারিদিকে বাউন্ডরি ওয়াল তৈরি করা আবশ্যক।
- প্লান্ট পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ লোক নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৩.৬। ইস্যু-০৬ ঃ পরিবেশবান্ধব এবং সময় উপযোগী নকশা অনুসরণ করে এসটিএসসমূহ (সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন) নির্মাণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা।

শিরোনাম ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিভিন্ন এসটিএস (সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন) নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব এবং সময় উপযোগী নকশা অনুসরণ না করায় সিটি কর্পোরেশনের জনগণ এর সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিবরন ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের নিরীক্ষায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিভিন্ন এসটিএস (সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন) নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব এবং সময় উপযোগী নকশা অনুসরণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি ফলে সিটি কর্পোরেশনের জনগণ এর সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং এর আওতাধীন জোনসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এর সার্বিক কর্মকান্ড স্থানীয়ভাবে পর্যবেক্ষণকালে পরিলক্ষিত হয় যে-

- এসটিএসগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে সঠিক নকশা, পরিবেশবান্ধব এবং লোকেশন অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় সকল বর্জ্য পৃথকীকরণ ও সংগ্রহ করা হচ্ছে না।
- এসটিএসগুলোতে ক্ষতিকর ও অক্ষতিকর, শক্ত, কঠিন ও তরল বর্জ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নাই। বর্জ্যগুলো একত্রে মিশে সব ধরণের বর্জ্যকে দূষিত করছে।
- অধিকাংশ এসটিএস এ রক্ষিত বর্জ্য থেকে নির্গত লিচেট বের হবার জন্য আধুনিক ড্রেন সিস্টেম না থাকার কারণে এসটিএসগুলোর ভিতরে রাস্তার চেয়ে উঁচু না হওয়ায় অতি বৃষ্টিতে এর ভিতরে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে এবং এর নোংরা পানি বাহিরে বেরিয়ে এসে রাস্তা-ঘাট ও এলাকাকে দুর্গন্ধযুক্ত করে ফলে জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পতিত হচ্ছে। এটি কোনভাবেই পরিবেশবান্ধব নয় বলে নিরীক্ষা মনে করে।
- এসটিএসগুলোতে যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে জন সমাগমস্থলে তা অশোভনীয় দৃশ্যের অবতারণা করে।

চিত্র ঃ এসটিএস, শিয়ালবাড়ী মোড়, মিরপুর (এখানে উন্নত ড্রেনের ব্যবস্থা নাই)।

চিত্র ঃ এসটিএস, প্রশিকা অফিস সংলগ্ন এসটিএস (এটি মেইন রোডের পাশে যা পরিবেশবান্ধব নয়)

চিত্র ঃ এসটিএস রাইখোলা, মিরপুর (রাস্তার থেকে এর গ্রাউন্ড ফ্লোর অনেক নিচু হওয়ায় পানি জমা হয়ে আছে)।

অনিয়মের কারণ ঃ

- এসটিএসগুলোতে ক্ষতিকর ও অক্ষতিকর, শক্ত, কঠিন ও তরল বর্জ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত সঠিক নকশা, পরিবেশ বান্ধব এবং লোকেশন অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- Source Segrigation না থাকার কারণে এসটিএসগুলোতে ক্ষতিকর, শক্ত ও তরল বর্জ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। এসটিএসগুলো থেকে লিচেট উৎপন্নের সুযোগ নাই কেননা ভ্যান সার্ভিস থেকে বর্জ্য এসটিএস এ আনা মাত্রই কম্পেক্টর, ডাম্প ট্রাক ইত্যাদির মাধ্যমে সরাসরি পরিবহন করে ল্যান্ডফিলে নেয়া হয়। বর্জ্য নেয়ার পর এসটিএসগুলো পানির প্রবাহ দিয়ে ধৌত করা হয়। ফলে এসটিএসগুলোতে থেকে নির্গত লিচেট বের হয় না। অতি বৃষ্টির পানি প্রবেশ না করায় রাস্তা-ঘাট এবং পরিবেশ দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় কোন অবকাশ নাই।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্জ্য পরিবহনে ঢাকানাবিহীণ ভ্যান, ট্রাক যথাযথ না হওয়ায় বর্জ্য পরিবহনকালেই নির্গত তরল বর্জ্য যা পরিবেশ দূষণ করলেও তা প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ক্ষতিকর ও অক্ষতিকর, শক্ত, কঠিন ও তরল বর্জ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণের নিমিত্তে সঠিক নকশা, পরিবেশবান্ধব এবং লোকেশন অনুযায়ী পরিকল্পনা মাফিক এসটিএস নির্মাণ করা আবশ্যক হলেও তা করা হয়নি।
- অডিট টিমের পরিদর্শনে এসটিএস এ রক্ষিত বর্জ্য থেকে নির্গত লিচেট বের হবার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে।
- এসটিএসগুলোর ফ্লোর রাস্তার চেয়ে উঁচু না হওয়ায় অতি বৃষ্টিতে এর ভিতরে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে এবং এর নোংরা পানি বাহিরে বেরিয়ে এসে রাস্তা-ঘাট ও এলাকাকে দুর্গন্ধযুক্ত করে।
- মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সম্পাদনের পর প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর গত ১৯/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) প্রেরণ করা হয় এবং ১০/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমাপনী সভা (Exit meeting) শেষে ০৬/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং ০১ (এক) মাসের মধ্যে এ কার্যালয়ে জবাব প্রেরণের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
-

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষতিকর ও অক্ষতিকর, শক্ত, কঠিন ও তরল বর্জ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত সঠিক নকশা, পরিবেশবান্ধব এবং লোকেশন অনুযায়ী এসটিএস নির্মাণ করা এবং বিদ্যমান এসটিএসগুলোকে সে অনুযায়ী মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ।
- এসটিএসগুলোতে রক্ষিত বর্জ্য থেকে নির্গত লিচেট বের হবার জন্য আধুনিক ড্রেন সিস্টেম ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক।

২৫/০৫/২০২১

(বিকাশ চন্দ্র মিত্র)
মহাপরিচালক
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর।
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০